গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৭ম সভা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখ ২.০০ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুস সালাম খান এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লাইব্রেরী কাম সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট - ১ এ দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে অদ্যকার সভা অনুষ্ঠানের পটভূমি বর্ননা করে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আবুল হাসেম-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহা-পরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৮-০৬-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৮-০৬-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার প্রস্তুতকৃত কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ০৮-০৬-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

বিগত ০৮ জুন, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বোর্ড সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা কালে বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ ব্যতীত নিম্নবর্ণিত অনিস্পত্তিকৃত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ক) সিলেট বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালুকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য একটি মিনিবাস ভাড়া করার বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, ০৮-০৬-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। কাজেই এভাবে বাস ভাড়ার জন্য বারবার দরপত্র আহবান না করে নিজস্বভাবে বাস ক্রয় করে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা এ ব্যাপারে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিভাগীয় শহর সিলেটের জন্য নিজস্বভাবে বাস ক্রয় করা ব্যয়বহুল হবে। কারন বাসের সঙ্গে ড্রাইভার, হেলপার লাগবে এবং বাসের সংরক্ষণ ব্যয় আছে। ভাড়াকৃত বাসের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জানান যে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আনা নেয়ার জন্য খুলনা বিভাগীয় শহরে একটি বাস ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু একটি বাস দ্বারা প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। বিভাগীয় কমিশনার খুলনায় আরো একটি বাস দরপত্রের মাধ্যমে ভাড়া করার জন্য সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিভাগীয় কমিশনার খুলনার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বোর্ড খুলনা বিভাগীয় শহরে একটি বাস ভাড়া করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে সভায় সকলের মতামত চাওয়া হলে সকলেই সভাপতির সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য বাস ভাড়া করার বিষয়ে আরো বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(২) খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য একটি বাস দরপত্রের মাধ্যমে ভাড়া করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।

(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।

(৩) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।

(খ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনা ঃ**

প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, ভবনে কী কী সুবিধা রাখা যায় সেসব বিষয় উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালক একটি প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পেশ করবে। উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হলে ভবনের সম্ভাব্য সুবিধাবলীর বিষয়ে ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য দরপত্র আহবান করা হবে। বোর্ডের মহা-পরিচালক ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বোর্ডের তহবিল থেকে ব্যয়ের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বোর্ডের তহবিল থেকে ব্যয়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য সম্ভাব্য অর্থের বিবরণ ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে ঃ**

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে প্রায় ২০ থেকে ২৫ টি জেলার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। অন্যান্য জেলা সমূহের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। পরিপূর্ন তথ্য পাওয়ার পর একটি রিপোর্ট প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় মহাপরিচালক সভাকে জানান যে, অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আবাসন সমস্যা নিরসনের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি কমিটি রয়েছে। এতদব্যতিত হাউজিং প্রকল্পে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমান প্লট সংরক্ষণ করার জন্য চেয়ারম্যান জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্লট ও ফ্লাট বরাদ্দের জন্য সরকারি দু'টি প্রতিষ্ঠান যথা - (১) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং (২) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এতদউদ্দেশ্যে অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এ ধরণের প্লট ও ফ্লাট নির্মাণ করতে চাইলে কোন কোন সংস্থার অনুমোদন গ্রহণ করা দরকার তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদন গ্রহণ না করে প্লট বিতরণ বা ফ্লাট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ঘ) **বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ**

এ ব্যাপারে মহা-পরিচালক সভায় জানান যে, মতিঝিলস্থ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রিপোর্ট পেশ করা হবে।

তিনি আরো জানান যে, রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া পুন নির্ধারণ করে উহা ব্যবহারের জন্য সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি এ সময়ে বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর উপ-পরিচালকের নিকট ভাড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চান। উপ-পরিচালক এ বিষয়ে জানান যে, অফিস, কমিউনিটি সেন্টার এবং পানির

পাম্পসহ তিন বিষয়ে একটি মাত্র মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে যা পূর্ব থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তিন বিষয়ে একটি মিটার ব্যবহার করা সমীচীন নয় বলে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। খাত ওয়ারী বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য আলাদা আলাদা মিটার সংযোজন প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : অফিস, কমিউনিটি সেন্টার এবং পানির পাম্প ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে বিদ্যুতের আলাদা মিটার ব্যবহার করতে হবে।

বাস্তবায়ন : উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী।

(ঙ) **ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৭৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।**

ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৭৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি সুবিধা প্রদানের বিষয়ে গঠিত কমিটি বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আগামী বোর্ড সভায় এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করা যাবে বলে অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত : আগামী বোর্ড সভায় এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন : (১) যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(২) উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) **ঢাকা মহানগরীর দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় ৬নং প্লটে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমিতে ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সংক্রান্ত ব্যয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

মহাপরিচালক এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অডিট কার্যসম্পন্নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অডিট সম্পন্ন হলে অনুমোদনের জন্য উহা বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করা হবে।

সিদ্ধান্ত : অডিট সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৩। স্টাফবাস কর্মসূচীর বাসের যাত্রীভাড়া পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব।

সরকারি কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে সাবেক 'বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ কমিটি' ০২-০৫-১৯৭৪ তারিখের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৪ সালে একটি বাস ক্রয় করে স্টাফবাস কর্মসূচীর সূচনা করা হয়। বর্তমানে নিজস্ব বাসের সংখ্যা ৬৩ টি। বাসে যাতায়াতের জন্য কর্মচারীদের নিকট হতে বড় বাসে প্রতি মাইলে ২০ পয়সা এবং মিনি বাসে প্রতি মাইলে ৩৫ পয়সা ভাড়া আদায় করা হয়। এ ভাড়া সাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ কমিটির ৩০-০১-২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৪তম সভায় নির্ধারণ করা হয়েছিল যা ০১-০৭-২০০২ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। ঐ সময় ডিজেলের মূল্য ছিল প্রতি লিটার ২০ টাকা। বর্তমানে ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ৪০ টাকা। ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াও বাসের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৫ চালু হওয়ার পর বাসের ড্রাইভার, হেলপার, মেকানিকদের বেতনও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ স্টাফ বাস পরিচালনার সার্বিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থায় যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ভাড়া বৃদ্ধি করার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে ১০-০৯-২০০৭ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিআরটিসি সমন্বয়ে একটি আন্ত মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয় আলোচনান্তে বড় বাসের যাত্রী ভাড়া প্রতি মাইলে ২০ পয়সার স্থলে ৬০ পয়সা এবং মিনিবাসের ভাড়া প্রতি মাইলে ৩৫ পয়সার স্থলে ৯০ পয়সা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে আরো অবহিত করেন

CamScanner

যে, স্টাফবাস কর্মসূচীটি No Loss No Profit Basis -এ চালাতে হলে প্রতি মাইলের বাস ভাড়া ৮৬ পয়সা আদায় করতে হবে। আর তা সম্ভব হলে সরকারের পক্ষ থেকে আর কোন ভর্তুকী প্রদানের প্রয়োজন হবে না। সভাপতি মাইলে ভাড়া নির্ধারণ না করে কিলোমিটার অনুসারে ভাড়া নির্ধারণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সভাপতির প্রশ্নের জবাবে বিআরটিসির চেয়ারম্যান জানান যে, বর্তমানে বিআরটিসি পাবলিক বাসে প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে ৮৭ পয়সা হারে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে একদিকে স্টাফবাস কর্মসূচী পরিচালনার সার্বিক ব্যয় বৃদ্ধি অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করে স্টাফবাস কর্মসূচীর বড় বাসে প্রতি কিলোমিটারে ৫০ পয়সা এবং মিনিবাসে প্রতি কিলোমিটারে ৭৫ পয়সা হারে ভাড়া নির্ধারণের পক্ষে সকলে একমত পোষণ করেন। এ ভাড়া ১নভেম্বর ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বড় বাসে প্রতি কিলোমিটারে ৫০ পয়সা এবং মিনিবাসে প্রতি কিলোমিটারে ৭৫ পয়সা হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত ভাড়া ১ নভেম্বর, ২০০৭ হতে কার্যকর করা হবে। এ বিষয়ে বাসে যাতায়াতকারীদেরকে পূর্ব হতে অবহিত করনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও গোষ্ঠীবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৪। বিআরটিসির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া পুনর্নির্ধারণ।

১৯৯৭ সালে সকল সরকারি অফিসের সময়সূচী সকাল ৮.০০টা থেকে ২.৩০টা এর পরিবর্তে সকাল ৯.০০টা থেকে ৫.০০টা পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত হওয়ায় স্টাফবাসের স্বল্পতার কারনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিআরটিসির সাথে ২২-০১-১৯৯৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিআরটিসি থেকে ৭টি দ্বিতল ও ১টি একতলা বাস ভাড়া করা হয়েছে। বাস ভাড়াকালীন সময়ে ডিজেলের মূল্য ছিল প্রতি লিটার ১২.৯৫ টাকা। পরবর্তীকালে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিআরটিসির অনুরোধের প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির কারনে নিম্নরূপভাবে ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল।

ক্রমিক নং	রুটের নাম	বাসের ধরণ	দূরত্ব (কিঃমিঃ)	চুক্তিকালীন ভাড়া	পুনঃ নির্ধারিত ভাড়া
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	সচিবালয় - মিরপুর	দ্বিতল	১৫ কিঃমিঃ	টাঃ ৭৮৫/-	টাঃ ৮৮৯/-
০২.	সচিবালয় - মিরপুর	একতলা	১৫ কিঃমিঃ	টাঃ ৫২০/-	টাঃ ৬২০/-
০৩.	পাইকপাড়া - শেরেবাংলানগর	একতলা	৬ কিঃমিঃ	টাঃ ৫২০/-	টাঃ ৫২০/-

উল্লেখিত ভাড়া জানুয়ারী/২০০৫ হতে কার্যকর করা হয়। ঐ সময় ডিজেলের মূল্য ছিল প্রতি লিটার ২৩ টাকা। বর্তমানে ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ৪০ টাকা হওয়ায় এবং বিআরটিসি বাস পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিআরটিসি পুনরায় ভাড়া পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করে। বিআরটিসি চেয়ারম্যান জানান যে, বিআরটিসি বাস ভর্তুকী দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। বাস পরিচালনার সার্বিক ব্যয় ৯৭% বৃদ্ধি পাওয়ায় বাস ভাড়াও ৯৭% বাড়ানো প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বোর্ডের মহাপরিচালক অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিআরটিসি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এর স্বার্থ সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। অপরদিকে বিআরটিসি বাস ভাড়া বৃদ্ধি করা হলে ব্যবহারকারীদের যাতায়াত ভাড়াও বৃদ্ধি করতে হবে।

বিস্তারিত আলোচনা করে ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ২৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ টাকা হওয়ায় (মূল্য বৃদ্ধি ৭৩.৯১%) শুধু সে অনুপাতে নিম্নরূপ হারে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রুটের নাম	বর্তমান ভাড়ার হার	ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির হার	পুন নির্ধারিত ভাড়া
শেরেবাংলানগর - পাইকপাড়া (একতলা বাস)	টাঃ ৫২০/-	৭৩.৯১%	টাঃ ৯০৪.৩৩
মিরপুর - সচিবালয় (একতলা বাস)	টাঃ ৬২০/-	৭৩.৯১%	টাঃ ১,০৭৮.২৪
মিরপুর - সচিবালয় (দ্বিতল বাস)	টাঃ ৮৮৯/-	৭৩.৯১%	টাঃ ১,৫৪৬.০৫

সিদ্ধান্ত ঃ উল্লেখিত ছকে বর্ণিত হারে (প্রতি কিলোমিটার ৭২ পয়সা হারে) ভাড়া পুন নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুন নির্ধারিত ভাড়া ১ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ।

আলোচ্য বিষয় ০৫। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় চিকিৎসা সাহায্য সীমিত করণ প্রসঙ্গে।

মহা-পরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল হতে সরকারি এবং বোর্ডের নিবন্ধিত ১৯টি স্বায়িত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিজ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদন সম্পর্কে অবহিত করেন যে, ইদানিং কিছু কিছু চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনে ভুয়া কাগজপত্র এমনকি ভুয়া কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কল্যাণ তহবিল হতে দেয় চিকিৎসা সাহায্য কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ব্যাপারে ০৯-০৯-২০০৭ তারিখে চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরীর উপ-কমিটির সভায় সুপারিশ করা হয়। সভায় চিকিৎসা সাহায্য হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হলে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। কাজেই চিকিৎসা সাহায্য আপাতত বন্ধ না করে সীমিত আকারে সাহায্য প্রদানের কার্যক্রম চালু রাখা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কিছু অসাদু লোকের জন্য পুরো কার্যক্রম বন্ধ করা ঠিক হবে না। তবে ভূয়া কাগজপত্র এবং ভূয়া কর্মকর্তা কর্মচারীদের শনাক্ত করার ব্যাপারে আরো সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং কমিটিতে কাগজপত্র আরো সুক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কমিটিতে কাগজপত্র আরো সুক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাহায্য প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ।

(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সকল বিভাগীয় কার্যালয়।

আলোচ্য বিষয় ০৬। ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্ট পদসমূহ সংরক্ষণ।

সভায় মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর ১৩১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ১৭৮ টি পদ ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে পুনরায় সংরক্ষণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। বিষয়টি গতানুগতিক এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অতপর বর্নিত পদসমূহ অর্থাৎ ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর ১৩১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের মোট ৪৭টি পদ সহ মোট ১৭৮ টি পদ ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত সংরক্ষণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর ১৩১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ১৭৮ টি পদ ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

আলোচ্য বিষয় ০৭। ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে গাড়িচালক ৫টি ও বাস হেলপার ৫টি সহ মোট ১০টি নতুন পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক, সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে ৫টি নতুন বাস সংযোজন করা হয়েছে। এ ৫টি বাস পরিচালনার জন্য গাড়িচালক ৫টি ও বাস হেলপার ৫টি সহ মোট ১০টি নতুন পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্তমানে কর্মসূচীতে বাসের সংখ্যা ৬৩ টি কিন্তু গাড়িচালক পদের সংখ্যা ৫৭ টি। এজন্য বিভিন্ন রুটে গাড়ি চালনার জন্য চালক না থাকায় পরিবহনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করে কর্মসূচী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত টাঃ ৩১০০-৬৩৮০/- বেতনস্কেলে গাড়িচালক এর ৫টি ও টাঃ ২৪০০-৪৩১০/- বেতনস্কেলে বাস হেলপার এর ৫টি পদ সৃষ্টির পক্ষে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে টাঃ ৩১০০-৬৩৮০/- বেতনস্কেলে গাড়িচালক এর ৫টি ও টাঃ ২৪০০-৪৩১০/- বেতনস্কেলে বাস হেলপার এর ৫টি পদসহ মোট ১০টি নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৮। মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত কাজ সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারটি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল মহিলা তথা স্ত্রী কন্যাদের বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এবং মিলনায়তনটি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অন্যান্যদের নিকট বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ভাড়া দেয়ার জন্য পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত সেন্টারের রান্না ঘরের টিন ও কাঠ এবং দেয়ালের রং, বাথরুম, জলছাদ, সীমানা দেয়াল নষ্ট হওয়ায় সেন্টারটির সার্বিক অবস্থা উন্নত, সুন্দর ও মনোরম করার লক্ষ্যে সেন্টারটি পরিদর্শণ করে প্রাক্কলন প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, মতিঝিল গণপূর্ত বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে পত্র দেয়া হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৪, ঢাকা কর্তৃক স্মারক নং ডব্লিউ-১/এলআইএইচ/৩৪২৫ তারিখ ঃ ২৮-০৬-২০০৭ এর মাধ্যমে উল্লেখিত বিশেষ মেরামত কাজের জন্য টাঃ ৬,৮১,৯৫৫/- এর প্রক্কলন ও নকশা দাখিল করেছে। মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উল্লেখিত বিশেষ মেরামত কাজ করা এবং প্রাক্কলিত ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাব করা হয়। সভাপতি প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পর্কে সভায় উপস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নিকট জানতে চান। প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী অবহিত নন বলে সঠিক ধারণা দিতে পারেন নি। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত কাজের সাথে কমিউনিটি সেন্টারে প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র স্থাপন করা গেলে কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া বাড়ানো সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে সভাপতি কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন এবং অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সংযোজন পূর্বক প্রাক্কলনটি পুন তৈরী করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত সহ আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতির অভিমতের সাথে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র স্থাপন এবং মেরামত ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করে পুন প্রাক্কলন তৈরী করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত সহ আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৭। বিবিধ ঃ (ক) সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরম প্রসঙ্গে।

এ বিষয়ে বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরমটির আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ফরমটি ব্যবহারের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহাপরিচালকের নিকট ফরমটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনী কোন প্রক্রিয়া আছে কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে মহাপরিচালক অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা ২০০৬ এর ১৯ ধারা মোতাবেক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফরম সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করে ব্যবহার করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ সরকারি দায়িত্ব পালনকালে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরমটি অনুমোদন করা হয় এবং তা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

বিবিধ ঃ (খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য ৮টি পিকআপ গাড়ি পরিবহন পুল হতে বোর্ডের নিকট হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভায় অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজ ও পরিবারের সদস্যদের কারো মৃত্যু হলে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য মৃত ব্যক্তির অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তার লাশ গ্রামের বাড়িতে পৌছাতে হয় এবং এ কাজে পরিবহন সমস্যা অত্যন্ত প্রকট যার ফলে কোন কোন সময় লাশ মৃত ব্যক্তির দেশের বাড়িতে পৌছতে ২/১ দিন সময় লেগে যায়। এ অবস্থা লাঘবের জন্য সরকারি পরিবহন পুলে অব্যবহৃত পিকআপ হতে ৮টি পিকআপ গাড়ি বোর্ডের নিকট হস্তান্তর এবং টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ০১-০৮-২০০৬ তারিখে বাককবো/কত-১২প্র/০৬-১২৭ স্মারক মারফত সংস্থাপন সচিব বরাবরে একটি পত্র দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি এর কোন অগ্রগতি জানা যায়নি। এ বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সভাপতি এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য ৮টি পিকআপ গাড়ি পরিবহন পুল হতে বোর্ডের নিকট হস্তান্তরের জন্য পরিবহন পুলকে অনুরোধ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিশ্চিত (confirm) করা হলো।
০৬/০৭/০৮
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৬/১০/০৭
(মোঃ আব্দুস সালাম খান)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

pc1/fn -D:\PC1\My Documents\board_new\7th_board_meeting_re 24-09-2007.doc